بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (১১ নভেম্বর ২০১৬ইং)
সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক কানাডার ক্যালগেরি বাইতুন নূর মসজিদে প্রদত্ত ১১ নভেম্বর ২০১৬ইং-এর (১১ নবুয়্যত, ১৩৯৫ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্থিক কুরবাণীর প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন, **পৃথিবীতে মানুষ সম্পদের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখে। এ কারণে স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্রে লিখিত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি দেখে, সে নিজের কলিজা বের করে নিজেই কারো হতে তুলে দিচ্ছে তবে এর অর্থ হল, সে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে। এ কারণেই প্রকৃত ঈমান লাভের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে** لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ **প্রিয়তম বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য আদৌ অর্জন করতে পারবে না** (সূরা আলে ইমরান, ৯৩)। তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশের বড় একটি অংশ সম্পদ খরচের দ্বিতীয় খাত, যা ছাড়া ঈমানের ভিত্তিমূল দৃঢ় ও শক্তিশালী হয় না।** তিনি (আ.) বলেন, **নিজ স্বার্থ ত্যাগ না করা পর্যন্ত মানুষ অন্যের হিত সাধন কীভাবে করতে পারে? অন্যের হিত সাধন এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য নিজ স্বার্থ ত্যাগ করা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আর** لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ **-এ আয়াত সেই নিজ স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা ও পথ-নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে।** অতএব, আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করা মানুষের সৌভাগ্য এবং তাকওয়ারই মানদন্ড ও মাপকাঠি।

আরো একটি উদ্ধৃতিতে তিনি (আ.) বলেন, **প্রকৃত কথা হল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যা সার্বিক সুখের কারণ তা অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাময়িক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা না হবে। তিনি আরো বলেন, পরম সৌভাগ্যবান তারা, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট ভোগের প্রতি কোনই ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা, চিরস্থায়ী আনন্দ ও আরাম-আয়েশের শান্তিময় নির্মল জ্যোতি সাময়িক সেই কষ্ট ভোগের পরই মুমিনের লাভ হয়।**

আজকের বিশ্ব মনে করে ধন-সম্পদ জমা করে পুঞ্জীভূত করায় এবং একে নিজের আরাম-আয়েশ এবং সাচ্ছ্যন্দের লক্ষ্যে খরচ করাতে পারলে তাদের জন্য আনন্দ এবং প্রশান্তি বয়ে আনতে পারে। কিন্তু একজন মুমিন যার মাঝে ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি রয়েছে সে জানে, আল্লাহ্ তা'লা এ পৃথিবীর নেয়মতরাজি আর সুযোগ-সুবিধা নিঃসন্দেহে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জীবনের মূল উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, তাকওয়ার পথে পদচারণা, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার আদায় করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ সৎকর্ম করার মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি লাভ হয়, ধন-সম্পদ জমিয়ে রেখে পুঞ্জীভূত করার মাধ্যমে নয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার বা

প্রাপ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রিয়তম বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত ‘পুণ্য’, এর মর্যাদাপূর্ণ প্রকৃত মানে পৌঁছতে পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **জাগতিক ধন-সম্পদ এমন একটি বিষয় যার প্রতি মানুষ গভীর ভাবে আসক্ত থাকে।**

আমরা যদি আজ বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই, পৃথিবীর সমস্ত নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং হানাহানির কারণ হল, সম্পদের মোহ এবং লালসা। একজন দুনিয়াদার মানুষ জানে না যে, তার কাছে যদি প্রভূত সম্পদ এসেও যায় তবে সে তা কিভাবে খরচ করবে? এ সব দেশে অর্থাৎ পাশ্চাৎতে, যাদেরকে উন্নত বিশ্ব আখ্যা দেয় হয়, নিঃসন্দেহে এখানে অনেক সম্পদশালী মানুষ রয়েছে কিন্তু তারা খরচ করে কোন খাতে? যে সব খাতে তারা খরচ করে তা হল, ক্যাসিনো বা জুয়ার আসর, এখানে গিয়ে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত হয় আর জুয়া খেলার পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। বরং মুসলিম দেশগুলোর অবস্থাও তথৈবচ, মুসলমানরাও এখানে এসে একই ধরণের বিলাসীতার পিছনে অর্থ-সম্পদ উড়ায়। বরং তাদের নিজেদের দেশেও এমন এমন জায়গা রয়েছে যেখানে অবাধে অর্থ অপচয় বা নষ্ট করা হয়। কিছুকাল পূর্বে একটি পত্রিকায় আমি আইসক্রীমের একটি বিজ্ঞাপন দেখেছি। এটি ছিল দুবাইয়ের একটি হোটেলের বিজ্ঞাপন, এতে দেখানো হয় একটি কাপ, যাতে দুটি বা তিনটি আইসক্রীমের স্কুপ ছিল আর এর মূল্য রাখা হয়েছিল সাড়ে আটশত ডলার। অর্থাৎ এতে ব্যবহার করা হয়েছে অমুক জায়গার জাফরান, অমুক জায়গার তমুক জিনিস ইত্যাদি ইত্যাদি আর এর উপর স্বর্ণের কভারও লাগানো হয়েছে। সাড়ে আটশত ডলারে দরিদ্র দেশের পুরো একটি পরিবার অনায়াশে সুন্দর ভাবে দিন যাপন করতে পারে। কিন্তু এই পরমিাণ অর্থ তারা এক কাপ আইসক্রীমের পিছনে অযথা নষ্ট করছে। অতএব, যাদের কাছে অঢেল অর্থ থাকে তারা জানেই না যে, এ অর্থ কিভাবে ব্যয় করতে হবে এবং কিভাবে এর দ্বারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যেতে পারে? নিঃসন্দেহে এরা খরচ করে বটে তবে তা শুধু তাদের বিলাসীতার জন্য, আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি লাভের বা পুণ্য অর্জনের খাতিরে নয়। অথচ আল্লাহ্ তা’লার বাণী, যার উপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আলোকপাত করছেন তা হল, প্রকৃত তাকওয়া ও ঈমান লাভের জন্য, আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের জন্য, এসব বিলাসীতার পেছনে সম্পদ নষ্ট করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার খাতিরে তোমরা ব্যয় কর। তোমরা যদি এটি না কর, তবে আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে না। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির ক্ষেত্রে অভাবিদের অভাব মোচনের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে আর মাথায় রাখতে হবে তাদের ঈমান আনোয়ন এবং তাদেরকে খোদার নিকটতর করার বিষয়টিও। রাসূলে করীম (সা.) ব্যাকুল ভাবে উৎকণ্ঠিত থাকতেন আর এর উল্লেখ কুরআন করীমেও এসেছে। যার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে বলেছেন, মানুষকে এ অবস্থায় দেখে তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে? কী অবস্থা ছিল, যা দেখে মহানবী (সা.) বিচলিত হতেন? সেটি ছিল আল্লাহ্ তা’লার সাথে তাদের দূরত্ব এবং ঈমান হতে তাদের দূরবর্তী অবস্থান। এ জন্য মহানবী (সা.) নিজে থেকেই কষ্ট পেতেন যে, ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ্ তা’লার হাতে তারা ধৃত হবে এবং শাস্তি পাবে। অতএব, এ যুগেও জাগতিক মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় করা এবং এর পাশাপাশি গরীবদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও আবশ্যক। আমাদের আহমদীদের জন্য আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে (আল্লাহ্‌র পথে) আর্থিক খরচ করা আবশ্যক। কেননা হেদায়াত প্রচারের পূর্ণতার কাজ এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই হেদায়াত যা

রাসূলে করীম (সা.) সমগ্র মানবতার কল্যাণে নিয়ে এসেছিলেন, যার প্রসার এবং প্রচারের জন্য তিনি (সা.) উৎকণ্ঠিত থাকতেন, এর পূর্ণতার যুগ এটিই, এখন সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম নাগালের মধ্যে রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর যেভাবে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল অনুরূপভাবে এ দায়িত্ব এখন তাঁর মান্যকারীদের উপর ন্যস্ত। এ দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে যারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। বিত্তবানরা বিলাসীতার পেছনে সম্পদ নষ্ট করে থাকে। তদের কাছে এত অঢেল ধন-সম্পদ যে, তারা সিদ্ধান্তই নিতে পারে না, তারা কোথায় এবং কিভাবে এ সম্পদ খরচ করবে? সকল চাহিদা পূরণের পরও তারা বুঝে না, এ সম্পদ দিয়ে তারা কী করবে? কেননা তাদের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতির বিষয়টি প্রায় থাকে না বললেই চলে। কাজেই বিলাসীতা এবং বৃথা কার্যকলাপ করা ছাড়া তাদের চোখে করার মত আর কিছুই পরে না। কিন্তু মুমিন তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা শুধু অতিরিক্ত সম্পদই নয় বরং প্রকৃত পুণ্যকর্ম সাধনের জন্য এবং এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে যে সম্পদকে তারা ভালোবাসে। এতে সন্দেহ নেই যে, কিছু কিছু বিত্তবান মানুষও কোন কোন দাতব্যকর্মে খরচাদি করে, আবার সদকা-খায়রাতও করে। কিন্তু তাদের কৃত এই ব্যয় তাদের আয়ের তুলনায় অতি নগণ্যই হয়ে থাকে আর তা-ও আবার নিয়মিত করা হয় না। অতএব, সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং পুণ্য লাভের আশায় নিয়মিত ভাবে খরচ শুধু মুমিনই করে। বর্তমান যুগে আহমদীয়া জামাতই মুমিনদের সেই জামাত, যারা একটি ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে এই খরচ করে থাকে। যারা ইসলাম প্রচারের জন্য খরচ করে, যা দিয়ে তবলীগি কার্যক্রম বিভিন্ন মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির কারণে তাদের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যেও খরচ করা হয়। আর অনেকে এমনও আছে যারা নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়েও এই আর্থিক কুরবানী করে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই ব্যয় করে। এই খরচ যেখানে খোদার নৈকট্য আর তাঁর সন্তুষ্টিভাজন বানাবে সেখানে এ নিশ্চিয়তাও রয়েছে যে, সঠিক জায়গায়, সঠিক ভাবে এবং সঠিক খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে। অ-আহমদীরাও অকপটে স্বীকার করে যে, জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় করার পদ্ধতিও সর্বোত্তম। আমাদের কাবাবিরের মুবাল্লেগ সাহেব একটি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছে, জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তাদের সাথে দু'জন ভিন দেশী অতিথি নিয়ে আমাদের কাবাবির মিশন হাউজে আসেন। তাদের সাথে জামাত সংক্রান্ত আলোচনার সুযোগ হয়। জামাতের ব্যবস্থাপনার কথা তাদেরকে জানানো হয়। এ সব অতিথির মধ্যে অষ্ট্রিয়ান একজন অধ্যাপকও ছিলেন। তিনি আলোচনার শেষের দিকে বলেন, আহমদীয়া জামাতের যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হল, আপনাদের জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ। তিনি বলেন, পবিত্র সম্পদের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে বিপ্লব সাধন হয়তো আপনাদের অদৃষ্টেই লেখা আছে আর এ জন্য আমি আপনাদের মুবারকবাদ জানাই। আর চাঁদায় প্রদত্ত সম্পদ পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ থেকে আল্লাহ্র পথে দিতে হবে, অর্থ যেন প্রতারণার ভিত্তিতে উপার্জিত না হয়, কর ফাকি দেয়া অর্থে যেন চাঁদা দেয়া না হয়, সম্পদ দুর্নীতির ভিত্তিতে উপার্জিত যেন না হয়। চাঁদাও তাদের কাছে থেকে নেয়া হয় যাদের সম্পর্কে জানা থাকে যে, এ অর্থ অন্যায় ভাবে উপার্জিত নয়, কেউ যদি এমন থাকে, তবে তার কাছ থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনা চাঁদা নেয় না। আর

জানার পরও যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা নেয়া হয় আর আমি যদি তা জানতে পারি, তবে হয় চাঁদা ফেরত দেয়া হয় নতুবা সেসব পদাধিকারীদের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। সুতরাং প্রকৃত বিষয় হল, ত্যাগ স্বীকার করে দেয়া এবং পবিত্র সম্পদ থেকে দেয়া তবেই এটি কল্যাণ বয়ে আনে। অ-আহমদীদের জানানো হলে তারাও এ কথা স্বীকার করে, যেভাবে করেছেন সেই অধ্যাপক। একজন দুনিয়াদার বস্তুবাদি মানুষও এটি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, এদের মাধ্যমেই বিপ্লব সংঘটিত হবে। সুতরাং, যতক্ষণ আমাদের নিয়্যত পবিত্র থাকবে, যতদিন আমরা পবিত্র সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখব এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে তা ব্যয় করতে থাকব ততদিন নিশ্চিতভাবে আমরা বিপ্লব ঘটানোর নিমিত্ত হব আর এ বিপ্লব আমাদের জন্যই নির্ধারিত। কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আমরা ইহজাগতিক কোন বিপ্লব ঘটাব না, আমরা ঘটাব আধ্যাত্মিক বিপ্লব। মহানবী (সা.)-এর বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে, একত্ববাদ প্রচার করতে হবে আর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করতে হবে। আর এগুলো মানুষের বানানো কোন কথা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে একনিষ্ঠ এবং আন্তরিক প্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা এই কাজ সমাধা করবে আর তাঁর এ কাজের পুর্ণতার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করেযাবে।

তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **রাসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা (রা.) নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার উপমা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁরা তাঁর (সা.) খাতিরে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট বরণ করাকে সহজসাধ্য জ্ঞান করেছেন, এমনকি তাঁরা (রা.) প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, স্বীয় ধন-সম্পদ, উপায়-উকরণ এবং বন্ধু-স্বজদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।** তিনি (আ.) আরো বলেন, **একইভাবে আমি দেখছি, আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকেও এর অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে** [অর্থাৎ জামাতের সদস্যদের ঈমান এবং তাদের অবস্থা যে মানের, সে তুলনায় সাহাবীদের মর্যাদা অনেক উচ্চ কিন্তু এ যুগের সাহাদীদের মর্যাদাও উঁচুই যাঁরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেছেন।] তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ এক বিশেষ উদ্দীপনা দান করেছেন। আর তারা বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।**

জামাতের আর্থিক কুরবানীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, **আমার ধর্মীয় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময়ই তারা মুক্তহস্তে চাঁদা দিয়েছেন। নিজের সামর্থ এবং যোগ্যতা অনুসারে সবাই এ কাজে কম-বেশি অংশ নিয়েছেন। অন্তর্যামী আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, কতটা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে তারা এই চাঁদা দিয়ে থাকেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি ভালোভাবে জানি, আমাদের জামাতও সেই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে যা করতেন সাহাবীরা, দুঃসময়ে অভাব-অনটনের যুগে।**

একবার তিনি জামাতের সদস্যদের কুরবানীর মান দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, **এরা এত কুরবানী করে কীভাবে!**

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের জীবনে এমন বিপ্লব সাধান করেছেন, যারা জাগতিক কামনা-বাসনাকে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা করে ধর্মকে প্রাধান্য দিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাঁরা

তাঁর হাতে সরাসরি বয়াত করেছিলেন তাঁদের মাঝে কুরবানীর যে চেতনা এবং প্রেরণা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই মান এখন কি হারিয়ে গেছে, তা কি কেবল তখন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল? যদি এমনটি হয় তবে জামাত উন্নতির মহা-সড়কে কখনোই এগিয়ে যেতে পারত না আর উন্নতি সাধনও করত না। তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার এ প্রতিশ্রুতিও ছিল যে, আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্ত-সীমানা পর্যন্ত সম্মানের সাথে খ্যতি দান করব। এ জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং ত্যাগী জামাতেরও প্রয়োজন ছিল। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবগত হয়ে তিনি (আ.) এ শুভসংবাদও দিয়েছিলেন যে, তাঁর তিরোধানের পর খেলাফত ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠিত হবে, যা তাঁর কাজকে পূর্ণতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিবে আর যার সাথে নিষ্ঠাবানরা যুক্ত হয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করবে। অতএব, আমরা আজ দেখছি, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি কীভাবে পুর্ণ করে চলছেন! নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবানদের এক জামাত রয়েছে যারা খেলাফতের সাথে একাত্ম হয়ে জীবন, সম্পদ এবং সময়ের সার্বিক কুরবানী করে চলেছেন।

যেহেতু আমি আজ তাহরীকে জাদীদের নববর্ষ ঘোষণা দিব, তাই আমি এমন কতক কুরবাণীদাতার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব, যা আর্থিক কুরবাণীর সাথে সম্পর্ক রাখে। শুধু ধনী দেশেই নয় বরং বিভিন্ন দরিদ্র দেশে এবং যারা অতি সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, তাদের হৃদয় ও অন্তরকেও আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণের পর এমনভাবে ঘুরিয়ে দেন যে, বিস্মিত হতে হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তারা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন।

গিনি কোনাকরি'র মুবাল্লিগ ইনচার্জ লিখেন, সোম্ব ইয়াবী নামে এখানে একটি জামাত রয়েছে। সেখানকার ইমাম সাহেব এ বছর তার মসজিদসহ জামাতে যোগ দিয়েছেন। তাকে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং তাহরীকে জাদীদ-এর গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে যখন অবহিত করা হয় তখন তিনি বলেন, চাঁদা ও যাকাত সম্পর্কে আমি নিজেও বহু বক্তৃতা করেছি কিন্তু আর কোথাও আমি এমন সুদৃঢ় এবং পূর্ণাঙ্গিন অর্থিক ব্যবস্থাপনা দেখিও নি এবং এরূপ ব্যবস্থাপনার কথা কোথাও শুনিও নি। তখনই তিনি চাঁদা আদায় করেদেন এবং বলেন, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতেও প্রতি মাসেই আমাদের পুরো জামাত চাঁদা দিবে। এরা দরিদ্র কবলিত অঞ্চলের মানুষ। ইউরোপ বা পাশ্চাত্যে দারিদ্রের যে ধারণা রয়েছে সেই তুলনায় এদের দারিদ্রতা শোচনীয় পর্যায়ের, কিন্তু কুরবানীর ক্ষেত্রে এ মানুষগুলো সবচেয়ে উন্নত মানে অধিষ্ঠিত।

এটি শুধু একটি দেশ বা বিচ্ছিন্ন কোন এক দেশের ঘটনা নয় বরং এ সুবাতাস পৃথিবীর বহু দেশে এখন বয়ে চলছে। গিনি কোনাকরি'র কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন আইভরিকোস্ট-এর মুবাল্লিগ সাহেব লিখছেন, আমরা তবলীগের উদ্দেশ্যে কুপিঙ্গা গ্রামে যাই। তাদেরকে জামাতের বার্তা পৌঁছাই। নর-নারী সকলেই আমাদের তবলীগ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে এক বন্ধু বলে উঠে, ইতিপূর্বেও অনেকেই এখানে তবলীগের জন্য এসেছিল কিন্তু এত সুন্দর শুভ-বার্তা পূর্বে আমরা কখনও পাইনি। এরপর প্রায় ৩০০ মানুষ তখনই জামাতভুক্ত হয়। এরপর তাদেরকে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা এবং তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। কথা প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা হয় যে, তাহরীকে জাদীদের চলতি বর্ষের আজই শেষ দিন। এ কথা শুনে গ্রামের চীফ এবং ইমাম গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে আজকেই আমরা আহমদী হয়েছি আর আমরা আহমদীয়া জামাতে যোগও দিয়েছি আজই, কিন্তু আমরা এই বরকতময় তাহরীকে সর্বাবস্থাতেই অংশ নেব। এ প্রেক্ষিতে

গ্রামবাসীরা তাৎক্ষনিকভাবে ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক চাঁদা উঠিয়ে একত্রিত করে তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করে।

কুরবানীর আরেকটি ঘটনা রয়েছে আফ্রিকার আরেক দেশ তানজানিয়ার। মুয়ানযা অঞ্চলের এক বন্ধুর তাহরীকে জাদীদ খাতে ওয়াদা ছিল দুই লক্ষ শিলিং যার মধ্য থেকে এক লক্ষ শিলিং তিনি পূর্বেই আদায় করেছেন। বাকি রয়েছে এক লক্ষ শিলিং। আমীর সাহেব লিখেছেন, অক্টোবরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, আপনার এক লক্ষ শিলিং এখনও বাকি আছে অথচ তাহরীকে জাদীদের বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি এখন সফরে আছি, তবু কোন একটি ব্যবস্থা করছি। তিনি এক বাস ড্রাইভারের হাতে এই টাকা পাঠিয়ে দেন আর তাকে বলে দেন যে, এগুলো আমার চাঁদার টাকা যা পরিশোধ করা খুবই জরুরী। তাই সেখানে পৌঁছেই পুরো টাকা মুয়াল্লিম সাহেবকে দিবে, যার নাম ও ঠিকানা তাকে দিয়েদেন। সেই বাস ড্রাইভার বাস স্ট্যান্ড-এ পৌঁছেই মুয়াল্লিম সাহেবকে ফোন করে বলে, আপনার একটি আমানত আমার হাতে আছে, এসে নিয়ে যান। মুয়াল্লিম সাহেব চাঁদা আনতে গেলে সেই ড্রাইভার মুয়াল্লিম সাহেবকে বলেন, তিনিও আহমদী হতে চান। এই বাস ড্রাইভারের স্ত্রী-সন্তান পূর্ব থেকেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না বলে নিজে আহমদী হন নি। কিন্তু এখন বলেন, এ কথাটি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, আজকের বস্তুবাদি বিশ্বে মানুষ সম্পদকে যখন গভীরভাবে ভালোবাসে আর আমরা তো দারিদ্র কবলিত অঞ্চলের মানুষ, তথাপি আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষ কিভাবে সৃষ্টি করলেন, যারা আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানী করে সত্যিকার আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ করে! এভাবে সেই আহমদী বন্ধু বাস ড্রাইভারের হাতে যিনি তার চাঁদার টাকা পাঠিয়েছিলেন, তার এভাবে চাঁদা পাঠানো সেই অ-আহমদীকেও আহমদীয়াতভুক্ত করার কারণ হয়েছে।

অতএব, এ হল সদিচ্ছায় প্রদান করা চাঁদা, যার ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবেও প্রকাশ পেয়ে যায়। প্রিয় সম্পদ থেকে এক পুণ্যবান ব্যক্তির প্রদত্ত আর্থিক কুরবানী অন্যের সংশোধনের কারণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা ফল দেয়ার বিভিন্ন মাধ্যম প্রয়োগ এভাবে করে থাকেন।

একইভাবে সেনেগালের আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের জামাতের এক সদস্যের নাম ওমর সাহেব। তার পিতা অ-আহমদী ছিলেন, ভীষণ অসুস্থ থাকায় গিনি কোনাকরি থেকে তাকে নিয়ে আসেন, প্রাথমিক চেকআপ এবং ঔষধ দেয়ার পর ডাক্তাররা প্রোস্টেইট-এর অপারেশন করার প্রস্তাব করেন, কিন্তু ওমর দিয়ালু সাহেবের কাছে পিতার অপারেশন করানোর জন্য পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। এত বড় ঋণ করাও তার জন্য কঠিন মনে হচ্ছিল, খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। তিনি বলেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে জুমুআর খুতবার প্রারম্ভে আমি তাহরীকে জাদীদের প্রতি যখন মনোযোগ আকর্ষন করি, এরপরের দিন ওমর সাহেব মসজিদে এসে বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদার রশিদ কাটুন। আমীর সাহেব বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে আমি জানতাম। তাই আমি বললাম, আপনার অবস্থা তো আগে থেকেই ভালো না, আপনার পিতা অসুস্থ্য, আর্থিক কুরবানী আপনি কিভাবে করবেন? তিনি বলেন, গতকাল যে খুতবা দিয়েছিলেন তাতে আপনি এটিকে খোদার সাথে ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই আল্লাহ্‌র সাথে আমি ব্যবসা করতে এসেছি। অতএব, আমার রশিদ কাটুন। তিনি বলেন, এর দু'দিন পর আমি তার পিতাকে দেখাতে তার বাড়িতে যাই, তখন তার পিতা বাহিরে আরাম কেদারায় বসেছিলেন। ওমর সাহেব কিছুক্ষণ পর বাহিরে আসেন আর বলেন, আমার ব্যবসা আজ লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে, আমার পিতা আল্লাহ্‌র ফযলে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ্য। ব্যাথা-বেদনা কিছুই নেই। কিছুদিন পর ডাক্তার পুনরায় চেকআপ করে বলে, অপারেশনেরও কোন প্রয়োজন নেই। এই ঘটনার পর তার পিতাও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অতএব, অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লার সাথে এগুলো নগদ ব্যবসাই হয়ে থাকে।

গত সপ্তাহে মসজিদ উদ্বোধন করতে গিয়েও এখানকার এক ব্যক্তির কথা আমি বলেছিলাম, মসজিদের কাজ করাকে কিভাবে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তার জন্য অলৌকিকভাবে বড় অঙ্কের টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দুনিয়ার বস্তুবাদী একজন মানুষ এটিকে হয়তো দৈব বিষই জ্ঞান করবে কিন্তু যারা খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, যা হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও কৃপায় হয়েছে।

অনুরূপভাবে কঙ্গো কিনসাশার একটি জামাতের নাম হল বুন্ডা আর এক বন্ধুর নাম আইয়ূব সাহেব কোকুন্ডুলু। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে আমি জামাতী কাজে যোগ দিতাম না, আমার ছেলে সবসময় অসুস্থ্য থাকত, তার চিকিৎসা খাতে অনেক ব্যয় হত। তিনি বলেন, আমাকে স্থানীয় আমেলায় সেক্রেটারী মালের দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে আমি চিন্তা করলাম, আমাকে যেহেতু সেক্রেটারী মাল নিযুক্ত করা হয়েছে অতএব, আমার আর্থিক কুরবানী জামাতের জন্য আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। দূর-দূরান্তের একটি দেশে, ছোট্ট একটি স্থানে দরিদ্র এক ব্যক্তির হৃদয়ে এ ধারণার উদয় হয় যে, আমাকে যেহেতু সেক্রেটারী মাল নিযুক্ত করা হয়েছে তাই আমার কুরবানীর মানও অন্যদের চেয়ে উন্নত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি নিয়মিত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি আর চাঁদার কল্যাণে আমার অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। আমার জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে। আমার ছেলেও এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত। আমি মনে করি এসব কিছুই জামাতের সেবা এবং আর্থিক কুরবানীর ফসল। 'পেট কেটে কুরবানীর করা'-এর পরিভাষাগত ব্যবহার হয়তো আমরা শুনেছিলাম কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম মানুষ ততক্ষণ অনুধাবন করতে পারবে না যতক্ষণ না এরূপ ঘটনা চাক্ষুস তার সামনে আসবে। গরীব মানুষের কুরবানীর মান দেখলে এসব বিষয় সুস্পষ্ট হয়।

গাম্বিয়ার এক ভদ্র মহিলা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, গ্রামের নাম হলো জুভিদা। সেই ভদ্র মহিলাকে তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আমার কাছে শুধু চাউল ক্রয় করার জন্য একশত ডালাসী রয়েছে আর বাড়িতে চাউলের একটি দানাও নেই। তিনি আরো বলেন, তার একমাত্র পুত্র যে পরিবারের একমাত্র অবলম্বন ছিল সে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ। মানুষ বলে, সে মারা গেছে। কেননা সে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ। কিন্তু একইসাথে সেই ভদ্র মহিলা বলেন, ঠিক আছে কোনভাবে ধার দেনা করে আমি দিনাতিপাত করে নিব। খাবারের এ টাকা তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে নিয়ে নিন। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আমার কোন ব্যবস্থা করবেন। এ ঘটনার তিন দিনের মাথায় তার ছেলে যে দু'বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ ছিল সে ফিরে আসে এবং সাথে করে দশ বস্তা চাউল আর বিশাল এক অঙ্কের টাকাও নিয়ে আসে। সেই ছেলে বলে, নিরুদ্দেশ কালীন সময়ে সে নির্মাণ কাজের প্রশিক্ষণ নেয় আর শহরে বসবাসরত থেকে সে এখন অনেক বড় বড় ঠিকাদারী কাজ পাচ্ছে। সেই ভদ্র মহিলা বলেন, এটি আমার সেই সময়ের আর্থিক কুরবানীরই ফসল আর ভবিষ্যতেও আমি আর্থিক কুরবানী সব সময়ই করে যাব। এটি কি বিপ্লব নয়, আল্লাহ্ তা'লা দূরদেশে বসবাসরত লোকদের মাঝেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার যা ফলে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই বিপ্লব। এই ভদ্র মহিলার ঈমানী অবস্থা দেখুন, কত উচ্চ মার্গের। তিনি তার ক্ষুধার কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি আর আল্লাহ্ তা'লাও তার সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা-ও বিস্ময়কর।

মালী থেকে জামাতের মুবাল্লিগ লিখেন, এক আহমদী ভদ্র মহিলা যার বয়স প্রায় ৮০ বছর, তিনি নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। একদিন তিনি এক কিলোমিটার দূরের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে মিশন হাউসে চলে আসেন। গরমে তার অবস্থা শোচনীয় ছিল। এ সব দেশে ভীষণ গরম পরে। আমাদের মুবাল্লিগ বলেন, আমাকে বললে আমিই এসে চাঁদা সংগ্রহ করে নিতাম। তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমি

আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব বুঝেছি তখন থেকে আমি ক চাই না যে, আমার কোন পুণ্য নষ্ট হোক। আর পায়ে হেঁটে আসার কারণ হল, রিকশাভাড়ার টাকাটাও যেন আমি চাঁদার খাতে দিতে পারি। অতএব, এসব হল দূর-দূরান্তে বসবাসকারী মানুষের ঈমানের মান।

আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের ঈমানকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে যেভাবে দৃঢ়তর করেন প্রতিটি ঘটনা থেকে তা-ও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

বেনিনের মুয়াল্লিম যাকারিয়া সাহেব একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, সিনেপোতা নামের একটি জামাতের প্রেসিডেন্টের চাকরি চলে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। বেকার সেই দিনগুলোতেই তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয়। কিছুদিন পর তিনি বলেন, আমাকে যখন চাঁদার কথা স্মরণ করানো হয়, আমি গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ্! কোন উপায় সৃষ্টি করে দাও, যেন আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করতে পারি। রাতও আমার গভীর উৎকণ্ঠার সাথে কাটে। সকালে ফযরের নামায শেষ করার পর কাজের সন্ধানে পার্শবর্তী একটি গ্রামে যাই, সেখানে কোন কাজ পাইনি। কিন্তু এক ব্যক্তি তার পশু বিক্রির জন্য কোথাও যাচ্ছিল, আমি তাকে কিছুটা সাহায্য করি। সে আমাকে পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক দেয়। তিনি বলেন, এই টাকা থেকে দুই শত ফ্রাঙ্কের খাদ্যসামগ্রি ক্রয় করি এবং এক শত ফ্রাঙ্ক আমার স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে দেই আর দুই শত ফ্রাঙ্ক চাঁদা খাতে আদায় করি। তিনি বলেন, খোদা তা'লা এই তুচ্ছ কুরবানীর কল্যাণে এমনভাবে কৃপাধন্য করেছেন যে, চাঁদা দেয়ার ঠিক চার দিন পর তিনি কাজ পান আর এত স্বল্প সময়ে যথোপযুক্ত কাজ পাওয়া দৈব কোন বিষয় নয় বরং খোদার বিশেষ কৃপা।

এগুলো ছিল আফ্রিকার বিভিন্ন ঘটনা। ভারত থেকে তাদের অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানা প্রদেশের ইনস্পেক্টর তাহরীকে জাদীদ সাহাবুদ্দীন সাহেব লিখেন, হায়দারাবাদের এক বন্ধু তিনি একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তিনি তার ব্যবসায় বিশ হাজার রুপী বিনিয়োগ করেন। ছোট্ট একটি দোকান চালান। নামাযের সময় হলে তিনি দোকান বন্ধ করে দেন। এই হল প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা। নামাযের সময় বৈষয়িক ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ। বছরের এক মাসের পুরো আয় তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে আদায় করেদেন। এ বছরও তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে ষাট হাজার রুপী চাঁদা দিয়েছেন। তিনি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি বলেন, একদিন আমি তাকে বললাম, নিজের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করে নিন। তিনি বলেন, যেভাবে চলছে, চলতে দিন। পৃথিবী যেভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ অবস্থায় সম্পদ জমা করার কী প্রয়োজন আর কেনই বা আমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকব না?

অনুরূপভাবে, পাকিস্তান থেকে নায়েব উকীলুল মাল লিখছেন, শিয়ালকোটের এক খাদেমের সাথে সাক্ষাত হয়। তার ওয়াদা ছিল পনের হাজার রুপী, আমি তাকে বললাম, পনের হাজার থেকে বৃদ্ধি করে এক লাখ করুন। তিনি তাই করেন। তিনি জুতা রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, প্রথম দিকে পাঁচ হাজার রুপী চাঁদা দিতেন, পরে দশ হাজার, পরে আরো বৃদ্ধি করেন এবং পরে পনের হাজার থেকে বৃদ্ধি করে এক লক্ষ রুপী করেন। এখন তিনি বলেন, যে ফ্যাক্টরি তিনি ভাড়ায় নিয়েছিলেন সেই ফ্যাক্টরি তিনি ক্রয় করে নেন এবং ব্যবসার উন্নতি হয়।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, সেখানকার এক ব্যক্তি বলেন, আমার একটি মোটর সাইকেল থাকলে ছেলের সাথে জুমুআ পড়তে যেতে সুবিধা হবে। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, দোয়া করুন এবং নিয়মিত চাঁদা দিন। এরপর, তিনি তার এবং তার পরিবারের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। স্বল্প সময়ের মাঝেই খোদা কৃপাধন্য করেন।

মোটরসাইকেল ক্রয় করার তৌফিক লাভ করেন। এখন সেই বাড়িতে একটির জায়গায় তিনটি মোটরসাইকেল। তিনি ওসীয়্যত করেছেন আর তার আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানে কানাডাতেও কিছু মানুষ এমন আছেন। আমীর সাহেব লিখছেন, যাদের চাঁদার ওয়াদা এক হাজার ডলার ছিল তারা বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আদায়ও করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য বছরের শুরুতেই চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। আর মসজিদ খাতেও তিনি বিশ হাজার ডলার চাঁদা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে, এখানেও কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঘটেছে। এক ভদ্র মহিলা বলেন, আমার এক হাজার কানাডিয়ান ডলার ওয়াদা ছিল কিন্তু নগদ অর্থ কাছে ছিল না। সন্ধ্যার সময় স্বামীর ফোন আসে যে, অমুক ব্যক্তি চেক দিয়েছেন। আমি বলি, এক হাজার ডলারের চেক? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে জানলে? সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি চিন্তিত ছিলাম, আমাকে তাহরীকে জাদীদ-এর এক হাজার ডলার চাঁদা দিতে হবে। আমি ভাবলাম, আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থা করেছেন, হয়তো তত ডলারেরই চেক হবে।

অনুরূপভাবে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ক্রোয়েশিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখছেন, দারিদ্র্যের কারণে চাকরির সংস্থান অনেক কমেগেছে। মানুষের বড় একটি সংখ্যা এমন রয়েছে যাদের আয় উপার্জনের কোন উপায় নেই। এরা হয় আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে কোন টাকা পেলে অথবা এক বা দু'দিন মেয়াদের কোন কাজ পেলে তা দিয়েই এদের জীবন নির্বাহ হয়। এক বয়োবৃদ্ধ আহমদী বন্ধু, যার জামাতী কাজের গভীর আগ্রহ রয়েছে, প্রায় পুরো সময় তিনি জামাতী কাজেই অতিবাহিত করে থাকেন। কিন্তু যখন জামাতের কাজ থাকে না তখনও কোন না কোন কাজ এমন খুঁজেনেন যার মাধ্যমে জামাতেরই কল্যাণ হয়। প্রায় এক বছর যাবৎ তিনি খালি বোতল বা ক্যান জমা করছিলেন, যাতে কোন রিসাইকেলার (বা ভাঙ্গারীওয়ালাকে) দিয়ে তা থেকে কিছু টাকা পাওয়া যায়। সারা বছর ধরে তিনি ক্যান জমা করতে থাকেন আর রিসাইকেলার (বা ভাঙ্গারীওয়ালাকে) দেন। এ কাজ করে সারা বছরে তিনি মাত্র ত্রিশ ডলার পান আর তা নিয়েই সোজা মসজিদে চলে আসেন এবং এ থেকে দশ ডলার তিনি চাঁদা খাতে প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা ছিল, তাই এ খাতে আমি এই টাকা প্রদান করলাম। সারা বছর যে পরিশ্রম তিনি করেছেন, সেই পারিশ্রমিকের তিন ভাগের এক ভাগ তিনি জামাতের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জার্মানী থেকে সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেছেন, এক ভদ্রমহিলা, তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেননি। তিনি তাহরীকে জাদীদ অফিসে আসেন এবং তার সব গহনা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। এই গহনা এত বেশি ছিল যে, গহনা ও অলংকারে পুরো টেবিল ভরে যায়। স্বর্ণের হার, আংটি, চুড়ি এরূপ অনেক অলংকার ছিল। কিন্তু তিনি অনুরোধ করেন, আমার নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। আমার কুরবানী যেন শুধুমাত্র খোদা তা'লার জন্য নিবেদিত বলে গন্য হয়। গহনা ও অলংকারের প্রতি নারীদের দুর্বলতা আছে। কিন্তু আহমদী মহিলারা তা কুরবানী করে থাকেন। এখানেও এক আহমদী মহিলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি আমার সমস্ত অলংকার চাঁদার খাতে দিয়ে দিয়েছিলাম, মসজিদ তহবিলে বা অন্য কোন তহবিলে। কিন্তু আমার শ্বশুড়-বাড়ির লোকজন এ বিষয়টি খুবই অপছন্দ করে এবং বলে, কেন এমনটি করলে? বিভিন্ন ধরণের খোটা ও খোঁচা দিতে থাকে। যারা আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার করে আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এই ভদ্র মহিলাকেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করবেন এবং বর্ধিত হারেই তাকে দিবেন, যিনি আল্লাহ্র

সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করেছেন। কিন্তু তাদেরও চিন্তা করা উচিত যারা তাদেরকে বা অন্য কাউকে কুরবানী করতে নিষেধ করে থাকে বা বাধা দেয়। আল্লাহ্ তা'লাই সম্পদ দান করেন আর যারা অকৃতজ্ঞ, তাদের সম্পদ তিনি প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন, এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তাই যে সব মানুষের মাথায় এমন ধ্যান-ধারণা জাগ্রত হয় তাদের অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত।

বেশ কিছু ঘটনা রাশিয়াতেও ঘটেছে। এক বন্ধু লিনার সাহেব বলেন, তার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, ভাড়া বাসায় থাকতেন, নানা প্রকার আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। কিন্তু লাজেমী বা আবশ্যিক চাঁদা এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদা তিনি তার সাধ্য অনুসারে আদায় করে আসছেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার কল্যাণে আমার স্ত্রী মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরই সরকারী চাকুরী পান, সরকার সন্তানদের আবাসনের জন্য ঋণও দিয়েছে, এখন আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক সচ্ছল হয়ে গেছে। আল্লাহ্র ফযলে আমাদের হাতে দু'টো গাড়িও এসে গেছে। তিনি বলেন, এসব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং চাঁদা দেয়ার কল্যাণ। ইতিপূর্বে কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা চাঁদা দেয়া অব্যাহত রেখেছি আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা অনেক স্বচ্ছলতা দান করেছেন। দেখুন! রাশিয়ায় বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করছেন, আফ্রিকান আহমদীকেও স্বীয় দানে ধন্য করছেন, ইন্দোনেশিয়ার লোকদের স্বীয় কল্যাণে অনুগৃহীত করছেন, অন্যান্য দেশে এবং ইউরোপেও আহমদীদের স্বীয় কল্যাণে আশিসমন্ডিত করছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার এ সব কৃপাপূর্ণ ব্যবহার প্রমাণ করে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেমিকদের জামাত প্রদান করার এবং তাদের ঈমানী উন্নতি দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি রক্ষা করছেন। যারা আল্লাহ্র পানে অগ্রসর হয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানী উন্নতিও দান করে থাকেন।

আর্থিক কুরবানী এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার অগণিত ঘটনা আছে, যার বিবরণ আমার কাছে এসেছে কিন্তু সেগুলো থেকে বাছাই করে নেয়া আমার জন্য কঠিন, এর কয়েকটি আমি উপস্থাপনও করেছি। যেমনটি আমি বলেছি, প্রায় সব দেশের অধিবাসীদের সাথেই আল্লাহ্ তা'লার এরূপ আচরণই পরিলক্ষিত হয়। যারা খোদার ওপর নির্ভর করে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অগনিত এবং অঢেল সম্পদে ভূষিত করেন। একজন বিবেকবান মানুষের জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার এ প্রমাণই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরবানী করার ফলে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরবানীকারীদের স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এর কারণ হল, এ চাঁদা খোদার ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের জন্য ব্যয় হয়। দরিদ্র কবলিত দেশের মানুষ চাঁদা দেন কিন্তু তাদের ব্যয় তাদের চাঁদার তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই সম্পদশালী দেশগুলো থেকে সংগৃহীত চাঁদা থেকে কেন্দ্র এমন সব দেশে ব্যয় করে যাদের ব্যয় নির্বাহ করতে তাদের চাঁদা যথেষ্ট নয়। শত শত স্কুল, অনেকগুলো হাসপাতাল, শত শত মিশন হাউস, মসজিদ, প্রতি বছরই নির্মিত হয়। আর এ জন্য অর্থের প্রয়োজন পরে। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনুরূপভাবে এম.টি.এ.-এর খাতেও বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। যদিও তরবিয়্যত ও এম.টি.এ.-এর পৃথক পৃথক খাত রয়েছে, যে খাতে মানুষ চাঁদা দিয়ে থাকে কিন্তু প্রাপ্ত চাঁদার তুলনায় এর ব্যয় অনেক বেশি হয়ে থাকে। এমটিএ. সম্পর্কে আমি এ কথাও বলতে চাই যে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখানে এম.টি.এ. শুনা ও দেখার প্রচলন যতটা হওয়া উচিত ততটা নেই। কমপক্ষে আমার খুতবা সরাসরি শুনে না। জামাত যে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে তা জামাতের তরবিয়্যতের জন্যই করছে। সময়ের পার্থক্য থাকলেও পুণঃপ্রচারের সময় খুতবা শুনা উচিত। অসংখ্য অ-আহমদীরাও শুনে এবং আমাকে তারা লিখেও যে, আমরা অ-আহমদী কিন্তু আপনার খুতবা অবশ্যই শুনছি। আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ.-কে একটি মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন, খিলাফতের সাথে জামাতের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য। বাড়িতে আপনারা যদি এদিকে মনোযোগ

না দেন তবে ধীরে ধীরে আপনাদের সন্তান-সন্ততি দূরে সরে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবেন, ইনশাআল্লাহ্। নিষ্ঠাবান মানুষও আসবে আর আপনারা দেখেছেন, নবাগতদের মাঝে এ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও এমন যেন না হয় যে, নবাগতরা সব কিছু নিয়ে যাবে আর পুরনোরা এটি নিয়েই গর্ব করবে যে, আমাদের বাপ-দাদা সাহাবী ছিলেন আর আমরা পুরনো আহমদী। আল্লাহ্ তা'লার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই, পুরনো আহমদীরা যদি দূরে সরে যায় তবে বাপ-দাদা বা তাদের আত্মীয়-স্বজন সাহাবী হলেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং অনুশোচনার সময় আসার পূর্বেই নিজেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করুন আর এর সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এম.টি.এ. দিয়েছেন। একে কাজে লাগান। আরো অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম এম.টি.এ.-তে সম্প্রচারিত হয়, কিন্তু কমপক্ষে অবশ্যই খুতবা শুনা উচিত। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, মুরব্বী সাহেব আমাদের সারাংশ শুনিয়ে দিয়েছেন, তাই আমি জানি খুতবায় কী বলা হয়েছে। সারাংশ শুনা এবং পুরো খুতবা শুনার মঝে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

আমি যেভাবে বলেছি, তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের সুচনা হচ্ছে এবং পুরনো বছরের অবসান ঘটছে। এখন আমি নতুন বছরের ঘোষণা দিচ্ছি। আমার মনে হয় কানাডা থেকে এই প্রথমবার এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। জামাতের প্রতি এটি আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ অনুগ্রহ, জামাত এখন এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, ১৯৩৪ সনে আহরারীরা জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার কথা বলত। কাদিয়ানের প্রতিটি ইটকে ধূলিস্যাৎ করার বা খুলে নেওয়ার দাবি করত, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়ে সারা পৃথিবীতে মিশনারী বা মুবাল্লেগ প্রেরণের একটি পরিকল্পনা হাতে নেন। তবলীগের একটি সুন্দর এবং সম্পুর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজ পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিচিত। পৃথিবীর ২০৯টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ জামাত হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র জামাত যাদের সূর্য কখনও অস্ত যায় না। কোথায়! দেখুন কাদিয়ানেই আহরারীরা গলা টিপে আহমদীয়াতের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার দাবি করত আর আজ কোথায় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত থেকে সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে তাঁর এক নগণ্য দাস পৌঁছে দিচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কত মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। অতএব, সকল আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, এ কথাগুলো তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যস্ত করে আর এ সব দায়িত্ব পালন করা আপনাদের সবার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিচ্ছি এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের যে বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং ৩১ অক্টোবরে সমাপ্ত হয়েছে এটি ৮২তম বছর ছিল। ১লা নভেম্বর থেকে ৮৩তম বছরের সূচনা হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, ইতিমধ্যেই আমি এর ঘোষণা দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে সারা বিশ্বের জামাতে আহমদীয়াকে আল্লাহ্ তা'লা এ বছর ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং চাঁদা হিসেবে দেয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এটি গত বছরের চেয়ে ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার পাউন্ড বেশি।

বিভিন্ন জামাতের অবস্থানের দিক থেকে পাকিস্তান সব সময় প্রথম স্থানেই থাকে। এরপর প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানী, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাজ্য, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ স্থান কানাডার, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত, দশম ঘানা এবং একাদশতম স্থান

অধিকার করেছে সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের মাথাপিছু আয় বেশি হয়ে থাকে, তাই তাদের নাম এসেছে নতুবা দশ পর্যন্তই তালিকায় নাম উল্লেখ করা হয়।

মাথা পিছু আয়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, জাপান, কানাডা। এগুলোর আগে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচটি জামাত কিন্তু যেহেতু আমরা সে জামাতগুলোর নাম উল্লেখ করি না (তাই সেগুলোর নাম এ তালিকাতে নেই-অনুবাদক)।

আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে মরিশাস, এরপর যথাক্রমে রয়েছে ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বুর্কিনাফাঁসো, ক্যামেরুন, সিয়েরালিয়ন, লাইবেরিয়া, তাঞ্জানিয়া এবং মালী।

চাঁদা দাতার সংখ্যা এ বছর ৯০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪ লক্ষ ৪ হাজারের অধিক মানুষ মোটের ওপর চাঁদা দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেছে বেনীন, নাইজার, মালী, বুর্কিনাফাঁসো, ঘানা, লাইবেরিয়া, সেনেগাল এবং ক্যামেরুন। পৃথিবীর সর্বত্রই এদিকে অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

দপ্তর আউয়াল বা তাহরীকে জাদীদের প্রথম বছরের চাঁদা দাতাদের যে তালিকা ছিল সেগুলো চালু রয়েছে। সেই খাতে চাঁদা আসছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে বা তাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত আছেন তারা নিজেরাই দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের তিনটি বড় জামাতের ভিতর প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। চাঁদা আদায়ের দিক থেকে দশটি শহরে জামাতের নাম হল, প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে রয়েছে মুলতান, কোয়েটা, পেশাওয়ার, গুজরানওয়ালা, হায়দ্রাবাদ, হাফেজাবাদ, মিয়াওয়ালী কোটলি, খানওয়াল এবং ভাওয়াল নগর। পাকিস্তানের যে দশটি জেলা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে, দারিদ্রতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের চাঁদার মান অনেক উন্নত, সেগুলোর মধ্যে শিয়ালকোট প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে ফয়সালাবাদ, সারগোদা, গুজরাত, উমরকোট, উকাড়া, নারওয়াল, মিরপুর খাস, টোবাটেক্সিং, মান্ডি বাহাউদ্দিন এবং মিরপুর আজাদ কাশ্মির।

জার্মানির প্রথম দশটি জামাত যথাক্রমে, রোডার মার্ক, নয়েস, ওয়নেগার্ডেন, রাইনহার্ম সাউথ, ফ্লোরেযহাইম, লিমবার্গ, কোলন, কোবলেঞ্জ, নিদা, মাহদী আবাদ। আর দশটি স্থানীয় এমারতের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে, হ্যামবুর্গ এরপর যথাক্রমে ফ্রাঙ্কফুট, গ্রসগ্রাও, মোরফিল্ডেন, বুল্ডোফ, উইযবাদেন, ডেটস্টানবাখ, অফেনবাখ, ম্যানহাইম, ডামস্ট্যাড এবং রিচাডিস্টেড।

মোট চাঁদা আদায়ের দিক থেকে ইংল্যান্ডের প্রথম পাঁচটি রিজিওন হলো, যথাক্রমে লন্ডন-বি, লন্ডন-এ, মিড ল্যান্ডয, নর্থ ইষ্ট এবং সাউথ রিজিওন। আর চাঁদা প্রদানের দিক থেকে দশটি বড় জামাত হল যথাক্রমে মসজিদ ফযল প্রথম স্থানে এরপর উষ্টারপার্ক, গ্লাসগো, বার্মিংহাম সাউথ, নিউ মল্ডেন, ব্র্যাডফোর্ড, ইসলামাবাদ, জিলিংহাম, মস্ক ওয়েষ্ট এবং উইম্বলডন পার্ক।

মাথা পিছু চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি অঞ্চল হল যথাক্রমে সাউথওয়েষ্ট, ইসলামাবাদ, স্কটল্যান্ড, মিডল্যান্ড এবং নর্থ ইষ্ট। আর বড় জামাতগুলো হল, ব্রমলে, লুইশহ্যাম, ল্যামিংটন স্পা, ইসলামাবাদ, স্ক্যানথর্প, বার্মিংহাম সাউথ, উস্টার পার্ক, জিলিংহাম, বোর্ন মাউথ, সাউথ হ্যাম্পটন, মসজিদ ফযল এবং মস্ক ওয়েষ্ট।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে পিস ভিলেজ, দ্বিতীয় স্থানে ভোন। (আমীর সাহেব! পিস ভিলেজ এবং ভন কি পৃথক পৃথক জামাত?) ক্যালগরী, ব্রম্পটন, ভেনকুভার এরপর রয়েছে মিসিসাগা। সংগ্রহের ক্ষেত্রে কানাডার প্রথম এ্যাডমন্টন ওয়েষ্ট, ডারহেম,

সাসকাটন সাউথ, সাসকাটন নর্থ, মিল্টন ইষ্ট, অটোয়া ওয়েষ্ট, অটোয়া ইষ্ট এবং রিজাইনা। আমার ধারণা ছিল লয়েড মিনিস্টার জামাতও বেশ সক্রিয় জামাত, প্রেসিডেন্ট সাহেবও খুবই কর্মঠ মনে হত, সেখানকার লোকদের আর্থিক অবস্থাও আমাকে বলা হয়েছে ভাল কিন্তু তারা কোন বিশেষ স্থান দখল করতে পারে নি।

মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমেরিকার জামাতগুলো হল, প্রথম সিলিকন ভ্যালী, অশকোশ, ডেট্রয়েট, সিয়াটল, ইয়ার্ক, সেন্ট্রাল ভার্জেনিয়া, লস এ্যাঞ্জেলেস, সিলভার স্প্রিং, সেন্ট্রাল জার্সি, শিকাগো, সাউথওয়েষ্ট, লস এ্যাঞ্জেলেস ওয়েষ্ট।

ভারতের প্রথম দশটি জামাত হল, যথাক্রমে কেরালার কেরোলাই, কেরালার ক্যালিকাট, অন্ধ্র প্রদেশের হায়দ্রাবাদ, কেরালার পারথাপ্রেম, কাদীয়ান, কেরালার কিনানূর টাউন, কেরালার পাঙ্গারী, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা এবং তামিলনাড়ুর সিলোর।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশের প্রথমস্থানে রয়েছে কেরালা, এরপর যথাক্রমে কর্নাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র । ভারতে গত কয়েক বছর থেকে অসাধারণ উন্নতি হচ্ছে, প্রথমে এরা অনেক পিছিয়ে ছিল।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অস্ট্রেলিয়া জামাতও উন্নতি করছে। এখানকার প্রথম দশটি জামাত হল, মেলবোর্ন, বেরভিক, ক্যাসেল হিল, এসিটিস ক্যানভেরা, মার্সডন পার্ক, ব্রিসবেন লোগান, বেজেথ মেলবোর্ন, লাংওয়ার্ন, এডিলেড সাউথ, প্লাম্পটান মেলবর্ন ইষ্ট। একইভাবে মাথাপিছু চাঁদা দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দশটি জামাত হল, তাসবানিয়া, ব্রিজবেন নর্থ, এসিটিস ক্যানভেরা, সিডনী মেট্রো, ডারবান, পেরামেটা, মেলবোর্ন, বেরভিক, পার্থ মাযডন পার্ক, ক্যাসেল হিল।

আল্লাহ্ তা'লা সকল চাঁদা দাতার জন-সম্পদ এবং ধন-সম্পদে অশেষ বরকত দিন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন। ভবিষ্যতও যেন তারা প্রতিযোগিতামুলক ভাবে কুরবানী করার তৌফিক লাভ করে এবং খিলাফতের সাথেও যেন সর্বদা তাদের সম্পর্ক দৃঢ়তর হতে থাকে।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।